সমকাল

তারিখ: 10 JUN 2017
পৃষ্ঠা: ৬ কলাম: ৬

শিক্ষা খাতে স্বতন্ত্র বাজেট দাবি

■ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক

অন্যান্য খাত থেকে আলাদা করে শিক্ষা খাতে স্বতন্ত্র বাজেট ঘোষণার দাবি জানিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) সেন্টার ফর বাজেট অ্যান্ড পলিসির গবেষকরা। গতকাল শুক্রবার উপাচার্য কার্যালয় সংলগ্ন মিলনায়তনে বাজেট-পরবর্তী পর্যবেক্ষণে তারা এ মত দেন।

বিশেষজ্ঞরা বলেন, প্রতি বছরই শিক্ষা খাতের বাজেট দেওয়া হয় ধর্মকল্যাণ, পরিবারকল্যাণ বা তথ্যপ্রযুক্তি ইত্যাদি খাতকে সংযুক্ত রেখে। এবার দেখা যাচ্ছে, রূপপুর পারমাণবিক প্রকল্পকেও শিক্ষা বাজেটের মধ্যে ধরা হয়েছে। এই ধারা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

সেন্টার ফর বাজেট অ্যান্ড পলিসির পরিচালক অধ্যাপক এম আবু ইউসুফ বলেন, কোনো বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা খাতে কী পরিমাণ অর্থায়ন করে, তা তার উৎকর্ষের পরিচয় বহন করে। অন্যান্য দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর যে র‍্যাংকিং হয়, সেখানে প্রধান বিবেচ্য বিষয় থাকে গবেষণা, সেমিনার, প্রকাশনা ও শিক্ষা কার্যক্রমের পরিধি। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে এ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এসব খাতে বরাদ্দ অত্যন্ত অল্প।

বর্তমান অর্থবছর জুলাই-জুন পরিবর্তন করে এপ্রিল-মার্চ করার দাবি জানিয়ে তিনি বলেন, অর্থবছরের শেষের দিকে উন্নয়ন প্রকল্পগুলো সমাপ্ত করতে গিয়ে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। শেষ দুই মাসে সবচেয়ে বেশি অর্থ ব্যয় দেখানো হয়। অথচ আমাদের আবহাওয়া ও জলবায়ুর প্রকৃতি অনুসারে মার্চ থেকে জুন পর্যন্ত প্রকৃতি দুর্যোগপ্রবণ থাকে, যা উন্নয়ন কাজে বাধাস্বরূপ। বাংলা দিনপঞ্জির ঐতিহ্য অনুসরণ করে অর্থবছরের সময়সীমা এপ্রিল-মার্চ করলে বাজেটের আরও সফল বাস্তবায়ন সম্ভব।

অধ্যাপক এম আবু ইউসুফ বলেন, নারী উদ্যোক্তাদের জন্য কোনো বিশেষ পরিকল্পনা রাখা হয়নি এবারের বাজেটে। নারীর উন্নয়নে পৃথক নারী উন্নয়ন ব্যাংক চালু করা, নির্দিষ্ট মাত্রা পর্যন্ত ভ্যাট অব্যাহতি প্রাপ্তির সুযোগ, নারীদের ব্যাংক হিসাবে বিশেষ শুল্ক রেয়াত ও নারী উদ্যোক্তাদের জন্য সুদের হার ১০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৭-৮ শতাংশ করার পরামর্শ দেন তিনি।

ঢাবি উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের অধ্যাপক ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৩

শিক্ষা খাতে

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

তৈয়বুর রহমান বলেন, আমাদের দেশে ক্রমবৃদ্ধি হারে বাজেট ঠিক করা হয়। এ বছর যে বাজেট আছে, পরের বছর তার থেকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়। এই পদ্ধতি থেকে বের হয়ে আসতে হবে। শূন্যভিত্তিক বাজেট করতে হবে। যার যখন যত প্রয়োজন, সেই মতে বাজেট বরাদ্দ হবে।

বাজেট বিষয়ে এমপিদের প্রশিক্ষণের গুরুত্ব উল্লেখ করে তিনি বলেন, যাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে বাজেট বরাদ্দ দেওয়া হয়, সেই এমপিদের অনেকেরই বাজেট বিষয়ে স্পষ্ট ও ভালো জ্ঞান নেই। বাজেট বিষয়ে তাদের দক্ষতা বাড়ানোর জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

সভাপতির বক্তব্যে সেন্টার ফর বাজেট অ্যান্ড পলিসির চেয়ারম্যান বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মো. কামাল উদ্দিন বলেন, উচ্চ শিক্ষার যথাযথ ব্যবস্থাপনা আমাদের দেশে হচ্ছে না। বিশ্বের অন্য দেশে উচ্চ শিক্ষা বাড়লে বেকারত্বের হার কমে, সেখানে আমাদের দেশে উচ্চ শিক্ষার হার বাড়া সত্ত্বেও বেকারত্ব বাড়ছে। গবেষণা খাতে বাজেটের অপ্রতুলতার কারণে গবেষকদের মধ্যে প্রতিযোগিতা হয় না বলেও মনে করেন তিনি।